যাত্রাবদল

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

ভাটপাড়াতে পিসিমার বাড়ি গিয়েছিলুম বড়দিনের ছুটিতে।সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে ভালো লাগ্‌ল না। বিকেলের দিকে নৈহাটি স্টেশনে বেড়াতে গেলুম। তখন দেশেই থাকি, বিদেশে বেরুনো অভ্যেস নেই, এত বড় স্টেশন ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ বড় একটা হয়নি। ডাউন প্ল্যাটফর্মের ওধারেপ্রকাণ্ড ইয়ার্ডটা মালের ওয়াগনে ভর্তি, ওভারব্রিজের ওপরদিয়ে যাত্রীরা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে যাতায়াত করচে, নানাধরনের লোকের ভিড়, নানা রকমের শব্দ—দুখানা পাইলটএঞ্জিন ইয়ার্ডের মধ্যে ওয়াগনের সারি টানাটানিতে ব্যস্ত...ওপারের গাড়ি একখানা ছেড়ে গেল, আর একখানা এখুনিআসবে...বাজারের দিকে সাইডিং লাইনে দুখানা কেরোসিন তেলের ট্যাঙ্ক বসানো গাড়ি থেকে তেল নামাচ্চে।...এতমাছিও প্ল্যাটফর্মে, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াবার জো নেই, বসবার জো নেই, যেখানে যাই সেখানেই মাছি ভন্‌ ভন্‌ করে; চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্টলের অবস্থা দেখেসেখানে বসে কিছু খেতে প্রবৃত্তি হল না। প্ল্যাটফর্মের ওধারে একটা ছোট ঘর, দোর বন্ধ, ঘরটার আশেপাশে পুরানো স্লিপার ও ফিশ্‌-প্লেট্‌ পড়ে আছে রাশিকৃত, একটি ক্ষুদ্র কুলিপরিবার সেখানে তেরপলের তাঁবু খাটিয়েতোলা-উনুনে আঁচ দিয়েচে।

হঠাৎ প্ল্যাট্‌ফর্মের সবাই একটু সন্ত্রস্থ হয়ে উঠল। সবাই যেন প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকে কলকাতার দিকে চেয়ে কিদেখবার চেষ্টা করতে লাগল—একজন হিন্দুস্থানি যাত্রী প্ল্যাটফর্মের নিতান্ত ধারে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে ব্যস্ত—ওপার থেকে একজন কুলি তাকে হেঁকে বল্লে—এ আঁখ্‌ পুছনেওয়ালা, হঠ যাইয়ে, ডাকগাড়ি আতা হ্যায়—

কাছের একটি ভদ্রলোক যাত্রীকে জিজ্ঞেস্‌কল্লুম—কোন্ডাকগাড়ি মশাই ?

তিনি বলেন, দার্জিলিং মেলের সময় হয়েচে—

একটু পরেই ধুলো-কুটো উড়িয়ে একটা ছোটখাটো ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে স্টেশন ঝাঁপিয়ে দার্জিলিং মেল বেরিয়েগেল এবং সে শব্দ থাম্‌তে না থাম্‌তে ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সশব্দে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরে দেখি যে প্ল্যাটফর্মে একটা গোলযোগ উঠেচে। অনেক লোক ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে যাচ্ছে—সবাই যেন কি বল্‌চে—ট্রেনটা ছাড়তেও খানিকটা দেরি হল। তারপরে ট্রেনখানা ছেড়ে দিলে দেখলুম প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় অনেক লোকের ভিড়, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কি যেন দেখচে।

ভিড় ঠেলে ঢুকতে না পেরে একজনকে জিজ্ঞেস করতেসে যা বল্লে তার মর্ম এই যে মুর্শিদাবাদের ওদিক থেকেএকটি ভদ্রলোক সপরিবারে এইখানে গাড়ি বদলাবার জন্যেনেমেছিলেন পশ্চিমের লাইনে যাবার জন্যে, তাঁর স্ত্রীপ্ল্যাটফর্মে নেমেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে অজ্ঞান নয়, তিনি মারাই গেছেন।

লোকের ভিড় পুলিশ এসে সরিয়ে দিল। তারপর একটাঅতি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। গোটা দুই স্টীলের তোরঙ্গ, একটা ঝুড়ি, গোটা চারেক ছোট বড় পুঁটুলি—একটা মানকচুও এক নাগরী খেজুরের গুড় এদিক-ওদিকে অগোছালো ভাবে ছড়ানো—গৃহস্থালির এই দ্রব্যাদির মধ্যে একটিপাড়াগাঁয়ের বউয়ের মৃতদেহ, রং ফর্সা, বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। বউটির মাথার কাছে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে কালো বুকখোলা কোট—কাঁধে একখানা জম্‌কালোপাড় ও কল্কাদার সস্তা আলোয়ান, পায়ে ডার্বি জুতো, পাড়াগাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের পোষাক। তাঁর কোলেএকটি বছর আড়াই বয়সের ছোট ছেলে—মায়ের মতোফর্সা, চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া, হাতে কি একটা নিয়েনাড়াচাড়া করচে ও এক-একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সমাগতলোকের ভিড়ের দিকে চাইচে। মায়ের মৃতদেহের চেয়েওতার কাছে বেশি কৌতূহলের বিষয় হয়েচে চারিধারে এইগোলমাল ও অদৃষ্টপূর্ব লোকের ভিড়।

একটু পরে সাহেব স্টেশন মাস্টার ও তাঁর সঙ্গে একজনভদ্রলোক এলেন। বুঝতে দেরি হল না যে ভদ্রলোকটি ডাক্তার, তিনি বউটির নাড়ি দেখলেন, চোখ দেখলেন, স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কি কথা হল তাঁর, স্বামীটির সঙ্গেওকি যেন বললেন, তারপর তাঁরা চলে গেলেন।

মৃত্যুই তা হলে ঠিক !...

কৌতূহলী জনতা আরো খানিকক্ষণ তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল—মৃতা পল্লী-বধূ, তার শোকস্তব্ধ স্বামী, অবোধ ক্ষুদ্র পুত্র ও তাদের ঘর-গৃহস্থালির সাধের দ্রব্যাদি। তারপর একে একে যে যার কাজে চলে গেল—আরো নতুন দল এল—তারাও খানিকটা থেকে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে করতে ফিরে গেল। এবার এল রেলওয়ে পুলিশের লোক, তারা খানিকক্ষণ ধরে ভদ্রলোকটিকে কি সব প্রশ্ন করলে, নোটবুকে কি টুকে নিলে—তারপর তারাও চলে গেল—কেবল একজন কনস্টেবল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

এ সবে কাটল প্রায় এক ঘণ্টা। তখন সন্ধে প্রায় হয়-হয়।স্টেশনের আলো জ্বালিয়েছে, আপ্-ডাউন দুদিকেরসিগন্যালে লাল সবুজ বাতির সারি জ্বলেচে; কিন্তু তখনো অন্ধকার হয়নি, সিগন্যালের পাখা তখনো স্পষ্ট দেখাযাচ্ছিল, আপ্ লাইনের হোম স্টার্টার নামানো—বোধ হয় কোনো ট্রেন আসচে।

যা হবার তা তো হয়েগিয়েচে, এখন সৎকারের ব্যবস্থা।এ ধরনের প্রশ্ন কেউ ভদ্রলোকটিকেও করলে না—তিনিওকাউকে করলেন না। এদিকে ভিড় ক্রমেই পাতলা হয়ে এল—অনেকেই আপ্ ট্রেনের যাত্রী—কলকাতার দিকে দুখানাসিগন্যাল নামানো দেখে তারা ওভারব্রিজ দিয়ে উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটলো আপ্ প্ল্যাটফর্মের দিকে। এটা যে থ্রু ট্রেনআসচে, তা ভেবে তখন কে দেখে ?ভিড়ের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল হিন্দুস্থানি কুলি-খালাসির দল, তারা খৈনি টিপ্‌তেটিপ্‌তে নিজেদের কাজে চলে গেল।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম-ভদ্রলোক আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই আকুল ভাবেবল্লেন—মশাই, আপনি তোদেখচেন, একটা ব্যবস্থা করুন দয়া করে। এখন কি করি আমার মাথামুণ্ডু, এই অচেনা দেশ, তাতে শীতের রাত। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের দেহ শেষে কিঅন্য জাতে ছোঁবে ?..এই একটা বাচ্চা, এরই বা উপায় কিকরি ?

মুখে অবিশ্যি তাঁকে সাহস দিলুম। কিন্তু তারপর আধঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরেও সৎকারের কোনোব্যবস্থাই আমায় দিয়ে হয়ে উঠলো না। না আমাকে এখানে কেউ চেনে, নাআমি কাউকে চিনি—অধিকাংশ লোকই বলে তারা যাত্রী, এই ট্রেনেই তাদের অমুক জায়গায় যেতে হবে। কেউ কথা শোনে না। আকস্মিক ব্যাপারের উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পর সবাই বুঝেচে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে এই শীতেররাত্রে দুর্ভোগ আছে কপালে—কাজেই সবাই আমায় এড়িয়ে চল্‌তে চায়। অবশেষে একজন টিকিট কালেক্টরকে কথাটাবল্লুম। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে তাঁকে রাজীও করানোগেল। তিনি বল্লেন, কিন্তু শুধু আমি আর আপনি এতে তোহবে না ?আপনি দাঁড়ান—আমি দেখে আসি।

একটু পরে একজন অতি কদর্য চেহারার ময়লা কাপড় পরা লোককে সঙ্গে করে তিনি ফিরে এলেন। আমায় বল্লেন—শুনুন মশাই, লোক যেতে চায় না কেউ শীতের রাতে। এই লোকটি ভালো বামুন, আমাদের ইস্টিশানে পাঁউরুটির ভেন্ডার, এ যেতে রাজী হয়েচে, এ আরো দুজন লোক আনতে রাজী আছে। কিন্তু—

টিকিটবাবু সুর নীচু করে বল্লেন—জানেন তো ছোটলোক—ওদের কিছু খাওয়াতে হবে, নইলে রাজী হবে না।একটু ইয়ে—মানে—বুঝলেন তো ?ওরা নেশাখোর লোক, লেখাপড়া জানে না—সবই বুঝতে পারচেন। তার একটাব্যবস্থা করতে হয়—

আমি বল্লুম—সে কি রকম খরচ পড়বে না পড়বে আমায়বলুন, আমি গিয়ে বল্‌চি। ঘাট খরচের হিসেবটাওধরবেন—। টিকিটবাবু টাকা-পনেরোর এক ফর্দ দাখিল করলেন। আমি ফিরে গিয়ে বল্‌তেই ভদ্রলোক মানিব্যাগখুলে দুখানা দশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়েবল্লেন—এই নিন্—যা ব্যবস্থা করবার করুন, আমায় এ দায়থেকে উদ্ধার করুন, বাঁচান আপনি—কথা শেষ না করেইআমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরতে এলেন—আর আমার এইখোকার একটা কিছু...ওকে তো এই ঠাণ্ডায় সেখানে নিয়েযেতে পারি নে, তা হলে ও কি বাঁচবে ?..

আমি ফিরে এসে খোকার কথা তুলতেই তিনি বল্লেন—আমার তো ফ্যামিলি এখানে নেই, তা হলে আরকি কথা ছিল ?আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি ছোটবাবুর বাসায়—

ছোটবাবুর বাসায় খোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বল্লুম, দিন ওকে আমার কাছে।ছোটবাবুর বাসায় তাঁরা রাখবেন বলেচেন।

ভদ্রলোক বল্লেন—যাও খোকনবাবা, বাবুর কাছে যাও। তোমার মাসিমার বাড়ি নিয়ে যাবেন, যাও বাবা—

তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো।আমায় বল্লেন—অনেকক্ষণ কিছু খায়নি, রাণাঘাটে ওর মাগজা কিনে দিয়েছিল—একটু গরম দুধ যদি—

খোকা বেশ অপ্রতিভ। বেশ শান্ত ভাবেই আমার কাছেএল, হাসি-হাসি মুখে। তাকে কোলে নিয়ে মনে হল খোকারযত বয়স ভেবেছিলুম তার চেয়ে ছোট—এখনো তেমন কথাবলতে পারে না। ছোটবাবুর বাসায় ঝি তাকে কোলে করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে—আহা, এ যে একেবারে দুধের বাছা।এসো এসো সোনামণি আহা ! মানিক আমার—

খোকা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেনি, বরং এত লোকতাকে কোলে নিয়ে নাচানাচি করাতে সে খুব খুশি।

একটু পরে আমরা কজনে মৃতদেহ বহন করে শ্মশানেরদিকে রওনা হলুম, আমি, পাঁউরুটির ভেন্ডার, টিকিটবাবু ওপাঁউরুটির ভেন্ডারের একজন বন্ধু। টিকিটবাবুর একভাইপো আমাদের সম্মিলিত গরম কোট ও আলোয়ানের পুঁটুলি হাতে ঝুলিয়ে পিছনে পিছনে আসছিল। সকলেরপিছনে ভদ্রলোকটি; তাঁকে আমরা অবশ্য শব বহন করতেদিইনি। ভদ্রলোকের জিনিসপত্র মৃতদেহের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়িহয়েচে, কারুর বাসায় জায়গা দেবে না, সেগুলি স্টেশনে ক্লোকরুমে জমা দেওয়া হল। নৈহাটির বাজার যেখানে প্রায়শেষ হয়েচে, সেখানটায় এসে ভদ্রলোক বল্লেন—একটা ভুলহয়ে গিয়েচে, দাঁড়ান আমি সিঁদুর কিনে আনি, ওর কপালেদিয়ে দিতে হবে।

শ্মশানঘাট নৈহাটি স্টেশন থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ দূরে। বাজার ছাড়িয়ে দক্ষিণে মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ, সুমুখে জ্যোৎস্নারাত, সন্ধ্যার পরে মেঘশূন্য আকাশে ফুটফুটেচাঁদের আলোফুটেচে, কন্‌কনে হাড়কাঁপানো শীত, মাঝে মাঝে পৌষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া বাধাশূন্য প্রান্তরে আমাদেরশিরার উপশিরার রক্ত জমিয়ে দিচ্চে, তার ওপরেমুশকিল—আমন ধানের জমির ওপর দিয়ে পথ—ধান কাটাহয়ে গিয়েচে, শীতের ঘায়ে ধানের গোড়াগুলো পায়ে যেনকুশাঙ্কুরের মতো বিঁধছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে ভদ্রলোক মেয়েমানুষের মতো আকুলসুরে কেঁদে উঠলেন। আমরা অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম।টিকিটবাবু বল্লেন—ওকি মশাই ওকি, অত ইয়ে হলে চলবেকেন—ছিঃ—আসুন এগিয়ে আসুন।

পুরুষমানুষকে অমন অসহায়ভাবে কখনো কাঁদতে শুনিনি, তখন বয়েস ছিল অল্প, লোকটির কান্না শুনে যেনআমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর তিনি চুপকরলেন, আমরা সবাই আবার চুপচাপ চলতে লাগলুম।

শ্মশানে যখন পৌঁছানো গেল, রাত তখন সাড়ে সাতটা হবে। মৃতদেহ চিতায় উঠানো হল। সেই সময় সর্বপ্রথম লক্ষকরলুম বধূটির দুপায়ে আল্‌তা—কোথাও বেরুতে হলে গ্রামের মেয়েরা পায়ে আল্‌তা পরে থাকে জান্‌তাম, মনটাকেমন খারাপ হয়ে গেল, মেয়েটি কি ভেবেছিল আজ কোন্ যাত্রার জন্যে তাকে দুপুরে আলতা পরতে হয়েছিল ?কপালেখানিকটা সিঁদুর—ভদ্রলোকটি নিজেই দিয়েছিলেন—বধূটিকে সর্বপ্রথম এই ভালো করে দেখে মনে হল সত্যইসুন্দরী। টানা টানা জোড়া ভুরু, পাণ্ডুর বর্ণের গৌর মুখ, অনিন্দ্য দেহকান্তি। মৃত্যুতেও যেন ম্লান হয়নি, মুখের চেহারাদেখে মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়েচে। মনে হচ্ছে গোলমালে এখুনি ঘুম ভেঙে উঠে পড়বে বুঝি।

জ্বলন্ত চিতার একটু দূরে সেই পাঁউরুটি ভেন্ডার ও তারবন্ধু। পাঁউরুটি ভেন্ডার আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেসে বল্লে—যাক্, আজ শীতের রাতটা কাটবে ভালো—কিবলেন ? লালু চক্কোত্তির পরোটার দোকানে ভাজ্‌তে দিয়ে এসেছি। আমাদের শশী আচায্যিকে বসিয়ে রেখে এসেচি, রাত বারোটার মধ্যে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে—গরমগরম বেশ—

তার বন্ধু বল্লে—মাংস কতটা ?কুলুবে তো ?

—বাঃ, জনাপ্রতি দেড়পোয়া হিসেব করে দিয়েএসেচি—মোট তিন সের—কজন আছি আমরা, তুমি আমি, যতীনবাবু, যতীনবাবুর ভাইপো লালু, শশী আচায্যি, (আমার দিকে আঙুল দিয়ে) এই বাবু—

আমি বললুম—আমি খাব না।

দুজনেই আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চাইলে। আমার কথাযেন বুঝতেই পারলে না কিংবা বুঝে বিশ্বাস করতে পারলেনা। পাঁউরুটি ভেন্ডার বললে—খাবেন না কিছু ?সে কি মশাই ! এই হাড়-কন্‌কনে পৌষ মাসের রাত, খাবেন না তোএলেন কেন ?...পাগল !...তার বন্ধু বললে—খাবেন নাকেন ?ভালো জিনিস মশাই, আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকেকিনিয়েচি—খাসা চর্বিওয়ালা খাসি। লালু চক্কোত্তি নিজে রাঁধবে, অমন মাংস-রাঁধিয়ে গঙ্গার এপারে পাবেন না। ওইযে দেখচেন নৈহাটির বাজারের চাটের দোকানখানা—শুধুওর রান্নার গুণে আজ পনেরো বছর এক ভাবে দাঁড়িয়েরয়েছে—দেখবেন খেয়ে—

এই সময় টিকিটবাবুর ইশারায় দুজনেই অন্যদিকে একটু দূরে কি জন্যে উঠে গেল এবং একটু পরেই আবার নিজেদের জায়গাটিতে মুখ মুছতে মুছতে এসে বসল। আমায় বললে—আপনার চলে না বুঝি ?

আমি বল্লুম—কি ?

—একটু আধটু...এই শীতের রাতে, নইলে চলে কি করেবলুন...বেশ ভালো মাল—। কেন এদের টিকিটবাবু ডেকেচেওদিকে, তখন ব্যাপারটা বুঝলুম। ও আমার চলে না শুনে তারা আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। এই শীতের রাতে শ্মশানেআসবার স্বার্থটা যে আমার কি, এ তারা ভেবেই পেলে না। আমার দিকে আর কোনো মনোযাগ না দিয়ে তারানিজেদের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো। নৈহাটিস্টেশনে পাঁউরুটির ব্যবসা করে আর কেউ কিছু করতেপারবে না। রেল কোম্পানির লাইসেন্সের দাম ক্রমেই বাড়চে, তার ওপরে শিখেরা এসে চায়ের স্টল খুলে ওদের অর্ধেক ব্যবসা মাটি করেচে। খরচা ওঠাই দায়! দেশে সুবিধেনেই তাই ওরা পেটভাতায় এখানে পড়ে আছে। নইলেকাঁথিতে ওদের অমন চমৎকার দোকান ছিল—

পাঁউরুটি ভেন্ডারটির নাম বিনোদ বাঁড়ুয্যে। সে আরএকবার উঠে গেল ওদিকে। আমি ওর বন্ধুকে জিজ্ঞেস্কল্লুম—খাবার-টাবার কত খরচ হল ?

—তা প্রায় টাকা সাতেক ধরুন। কিছু মিষ্টিও আছে। তাছাড়া দু'একটা—আপনার তো দেখ্‌চি ওসব চলে না।

বিনোদ ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আবার গল্প শুরুকরলে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার গরম কোটেরপকেটে বিস্কুট আছে, নৈহাটির প্ল্যাটফর্মে কিনেছিলুম সেই, কিন্তু খাওয়া হয়নি। টিকিটবাবুর ভাইপোকে ডেকে বল্লুম—আমার কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, দয়া করে আমার মুখে খানকতক ফেলে দিন্ না—আমি এই হাত আরওতে দেব না—

আমায় ওভাবে বিস্কুট খেতে দেখে টিকিটবাবু অবাকহলেন। আমি শব ছুঁয়ে স্নান না করেই বিস্কুট খাচ্চি ! আমায়বল্লেন—আপনার খুব খিদে পেয়েচে দেখচি, তা চলুননৈহাটিতে ফিরে, খুব খাওয়াবো—

আমি বল্লুম—আমি খাব না কিছু। তাছাড়া আমি স্টেশনের দিকেও যাব না—এখান থেকে সোজা ভাটপাড়াচলে যাব।

—খাবেন না আপনি, সে কি মশাই ?না না, তা কি হয় ?...অতটা মাংস...ওহে বিনোদ, কাঠ দাও ঠেলে-বসেবসে গল্প-গুজব করবার জন্যে তোমাদের আনা হয়নি।

টিকিটবাবু আমার দিকে চেয়ে আবার কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েই নিজেরজায়গাটিতে গিয়ে বসলুম।

বিনোদ বাঁড়ুয্যে চিতায় কাঠ ফেলে দিয়ে ফিরে এসেচে।দুই বন্ধুর মুখের বিরাম নেই। এবার তারা কার বিয়ের কথাআলোচনা করচে—বোধ হল বিনোদ বাঁড়ুয্যের ভাইয়ের।বিনোদ এক পয়সা সাহায্য করতে পারবে না।ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বিনোদের বউ ওর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল, সে দুটো টাকা বাড়িতে মনিঅর্ডার করে দ্যায়।

—সোজা লিখে দিলাম দু'টাকার বেশি হবে না—এতেভাইদ্বিতীয়েই করো—

বিনোদের বন্ধুটি বল্লে—আর বোনদ্বিতীয়েই করো—হি-হি—কি বলো ?

বিনোদ দু'পাটি দাঁত বার করে হেসে বল্লে—হ্যা হ্যা—তাই বলি, বিয়ে করলেই হয় না। তুলো দেখতে নরম, ধুনতে লবেজান—বিয়ে করে এই বাজারে সংসারটি চালানো—সে বড় ঠ্যালা।...

রাত অনেক বেশি—বোধ হয় এগারোটা। হালিশহর জুটমিলের আলোর সারি নিবে গিয়েচে। প্রকাণ্ড একটা অশরীরী পাখি যেন জ্যোতির্ময় পাখা মেলে গঙ্গার ওপর উড়েবেড়াচ্ছে, এক-একবার সেটা যেন জলের কাছাকাছিআসচে, স্নিগ্ধ জ্যোতির বিশাল প্রতিবিম্ব ফুটে উঠচে গঙ্গারবুকে—আবার যখন দূরে চলে যাচ্ছে, তখন অল্প সময়ের জন্য সে জায়গাটা অন্ধকার—আবার আলো ফুটে উঠল, আবার অন্ধকার।

এতক্ষণ ভদ্রলোকটি চিতার শিয়রের একটু দূরে চুপ করেবসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার পাশে উঠে এলেন।বল্লেন—খোকা বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েচে—কিবলেন ?

—হ্যাঁ এতক্ষণ নিশ্চয়ই।

খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন—কাল সকালেনৈহাটিতে দুধ পাওয়া যাবে না মশাই ?

—অভাব কি ?সেজন্য ভাববেন না। সে জোগাড় হয়েযাবে।

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনারাকোথায় যেতেন ?পশ্চিমে কোথাও বুঝি ?

ভদ্রলোক বল্লেন—পশ্চিমে বেশি দূর নয়—আমি যাচ্ছিলাম আসানসোলে। সেখানে চাক্‌রি করি। অনেক দিনচাকরি খুঁজে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শেষে ওইটি জুটিয়েছিলাম।তা চাকরিও করচি আজ এক বছর। এতদিন রেলবাবুদেরমেসে খেতাম, আশ্বিন মাসে মেসে খেয়ে খেয়েডিসপেপসিয়া গোছের দাঁড়ালো। এত ঝাল দ্যায় মশাই, অতঝাল খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। আমার স্ত্রী বল্লে—যাপাও, একটা বাসা করো, আমাদের দুজনের খুব চলে যাবে। তোমারও কষ্ট থাকবে না, আমারও এখানে তোমায় বিদেশে ফেলে থাক্‌তে ভালো লাগে না। তাই এবার বাসা করেবড়দিনের ছুটিতে একে আন্‌তে যাই শ্বশুরবাড়িতে—সেখানেই বিয়ের পর আজ চার পাঁচ বছর রেখেছিলাম।দেশে আমার বাড়ি-ঘর সবই আছে, কিন্তু সেখানে মশাই শরিকি গোলমাল। সেখানে ওকে রাখার অনেক অসুবিধে—বার—দুই নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই জানি।

আমি বল্লুম—ওঁর কি কোনো অসুখ ছিল—হঠাৎ এমন—

—অসুখের কথা তো কিছুই জানি নে। তবে মাঝে মাঝেবুক ধড়ফড় করত বল্‌তে শুনেচি।..অসুখটা আমার বাড়িতেযখন আনি আর-বছর, তখন বড় বেড়েছিল। আমার সেসময় নেই চাকরি, হাতে নেই পয়সা, আর এদিকে বাড়িতেআমার জাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী—তাঁর যৎপরোনাস্তিদুর্ব্যবহার। এই সবে সংসারে শান্তি তো ছিল না একদণ্ড।...ও আবার ছিল একটু ভালোমানুষ মতো—ওরওপরই যত ঝক্কি।

খানিকটা আপন মনেই যেন বল্‌তে লাগলেন—কালওবিকেলে কত কথা বলেচে। বাসার কথা আমায় কত জিজ্ঞেস করলে। বলছিল, সেখানে পাতকুয়ো না পুকুর ?আমি বল্‌লাম—দুই-ই আছে। তবে পুকুরে রেলের কুলি চাপরাশিরা নায় আর কাপড় কাচে—তার চেয়ে তুমি বাসার পাতকুয়ারজলেই নেয়ো। খাবার জন্যে রেলের বাবুদের কোয়ার্টারেটিউবওয়েল আছে—নিকটেই—সেখান থেকে জল আনাব।বাসায় পেঁপে গাছ আছে শুনে কত খুশি ! বল্লে, হ্যাঁগা, ওদেশের পেঁপে নাকি খুব বড় বড় ?কাল দুপুরের পর থেকেবাক্স গুছিয়েচে... মানকচু সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে বিকেলে বেছে বেছে বড় মানকচুটা ওর ভাইকে দিয়ে তোলালে।রাত্রে ঘুমোয় না—কেবল

বাসার গল্প করে—এ করবো...ও করবো..আমায় বল্লে—পেতলের ডেক্‌চিতে খেয়ে খেয়েতোমার অসুখ হয়েছে...তারা তো আর তেমন মাজে না ?... অসুখের আর দোষ কি ?সেখানে মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি পাওয়া যাবে তো ?..রাত অনেক হয়েছে দেখে আমিবল্লাম—শোওঘুমোও, কাল আবার সারাদিন গাড়ির কষ্ট হবে...রাত দুপুরহল...ঘুমিয়ে পড়...কোথায় চলে গেল আর...আর আমায়বেঁধে খাওয়াতে আস্‌বে না।...

হঠাৎ একটা গোলমাল ও বচসার আওয়াজে ভদ্রলোক ও আমি দুজনেই ফিরে চাইলুম। বিনোদ বাঁড়ুয্যে ও তার বন্ধু টিকিটবাবুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে এবং আমার মনে হল তারা এমন সব কথা বল্‌চে যা হয়তো তারা স্বাভাবিক অবস্থায় বল্‌তে সাহস করতো না টিকিটবাবুকে। বিনোদ বাঁড়ুয্যে বল্‌চে, যান্ যান্ মশাই, অনেক দেখেচি ওরকম—আমরা গড়বাড়ির বাঁড়ুয্যে-সুতোহাটা পরগণার মধ্যে যেখানে যাবেন ওদিকে তমলুক এস্তেক—আমাদের এক ডাকে চেনে—ছোট নজর যেখানে দেখি সেখানে আমরা থাকি নে। এই শীতের রাতে কে আসত মশাই ? —আমাদের আগে খোলসা করে আপনার বলা উচিত ছিল, তা হলে দেখতাম নৈহাটির বাজার থেকে কোন্ ব্যাটা পৈতেওলা বামুন আজ মড়া নিয়ে আস্‌তো..মুর্দফরাস দিয়ে না যদি...

ব্যাপার কি উঠে দেখতে গেলুম; বিনোদ বাঁড়ুয্যে আমায়দেখে বললে, এই তো এই ভদ্দরলোক রয়েছেন—আচ্ছা বলুন তো আপনি ?আমরা সকলের আগে বলে দিয়েচি আমাদের এই চাই, এই চাই...এখন আসলে হাত গুটোলেচলবে কেন ?আপনিই বলুন তো ?..হ্যাঁ, মানুষ বলি এইবাবুকে...কোনো লোভ নেই, উনি খাবেন না, কিছু করবেন না—উনি এসেচেন মড়া নিয়ে এই শীতে। উনি বলতে পারেন—ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতে হয়—

ঝোঁকের মাথায় বিনোদ বাঁড়ুয্যে সত্যিই আমার পায়েহাত দেবার জন্যে ছুটে এল। আমি সেখান থেকে সরেপড়লুম—এদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভাগ-বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত কথার মধ্যে আমার থাক্‌বার দরকার কিসের ?

মনে কেমন একটা দুঃখ হল। এই অভাগিনী পল্লীবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সম্মান এখানে রক্ষিত হল না। মনে হল ও এখানে কেন ?এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার উদ্দামতরঙ্গভঙ্গ, এই হিমবর্ষী নক্ষত্রবিরল বিরাট আকাশ, এইঅমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান—জীবনের নানাছোটখাটো সাধ যাঁদের মেটেনি, এ রুদ্র আহ্বান তাদের বেলাআর কিছুদিন স্থগিত রাখলে বিশ্বকর্মার কাজের কি ক্ষতিটা হত ?...ছোট একটি গৃহস্থবাড়ির দাওয়ায় মেয়েটি খোকাকেকোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, সবে সে নদীর ঘাট থেকে গাধুয়ে এসেচে, পায়ে আল্‌তা, কপালে টিপ, খোঁপাটি বাঁধা—ওকে মানায় জীবনের সেই শান্ত পটভূমিতে—শ্মশানেমাতালের হুড়োহুড়ির মধ্যে ওকে এনে ফেলা যেমনি নিষ্ঠুরতেমনি অশ্লীল...

রাত দুপুর...

বিনোদ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ কি মনে করে আমার পাশে এসেবসলো। সে আমার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠেচে.. আমি কি করি কোথায় থাকি, বাড়িতে কে কে আছে,—এইসব নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

—আপনি মশাই এর মধ্যে মানুষ। মানুষ চিনি মশাই, আজ না হয় দেখচেন ইস্টিশানে পাঁউরুটি ফিরিকরি...আমরা গরবাড়ির বাঁড়ুয্যে...যান যদি কখনো ওদিকে, পায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেই বুঝতে পারবেন—সুতোহাটাপরগণার মধ্যে।

সব শেষ হতে রাত একটা বাজ্‌লো। চাঁদ ঢলে পড়েচে।

চিতা ধুতে গিয়ে ভদ্রলোক আবার হাউ হাউ করে কেঁদেউঠলেন—আমরা অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে থামালুম। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা পিসিমার বাড়িচলে আসবো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না। টিকিটবাবুবল্লেন—আসুন আসুন, অতটা মাংস খাবে কে ?সব গরম গরম পাবেন—আমার বলে দেওয়া আছে—রাত বারোটার পর তবে ময়দায় জল দেবে। গিয়েই গরম গরম...চলুনমশাই...

অতি কষ্টে ওদের হাত এড়িয়ে পিসিমার বাড়ি ফিরলুম। কিন্তু সকালে উঠেই খোকাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে হল। সাড়েসাতটার ট্রেনে নৈহাটি গিয়ে ছোটবাবুর বাসায় হাজির।খোকা নাকি অনেকক্ষণ উঠেচে। ভোরবেলা থেকে মায়ের কাছে যাবার জন্যে কাঁদছিল, বাসার মেয়েরা অনেক কৌশলেথামিয়ে রেখেচেন।

ভদ্রলোকটিও এলেন। তিনি টিকিটবাবুর বাসায় রাত্রে শুয়েছিলেন—দেখে মনে হল রাতে বেশ ঘুমিয়েচেন। খোকাএখন আর কাঁদচে না। বাসার মেয়েরা কমলালেবু দিয়েচে হাতে; তাই খেতে খেতে ঝিয়ের কোলে বাইরে এল। ঝি বল্লে—কাল ছোটবাবুর বউ নিজের কোলের কাছে ওকে নিয়ে শুয়েছিলেন। জেগে উঠলেই মুখে মাই দিয়েচেন, রাতের ঘুমের ঘোরে ও ভেবেচে ওর মা। কিন্তু ভোরেউঠেই সে কি কান্নাটা ! কেবল বলে 'মা যাব' 'মা যাব' আহা বাছা আমার, মানিক আমার...

একটু পরে আমি ভদ্রলোককে ট্রেনে তুলে দিতে গেলুম, খোকাকে কোলে নিয়ে। তিনি এই ট্রেনে মুর্শিদাবাদে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবেন। আমায় বল্লেন—কি করে সেখানে ঢুকব মশাই, ভেবে আমার হাত পা আসচে না। তবে যেতেই হবে, খোকাকে ওর দিদিমার কাছে দিয়ে আসবো-নইলেকে দেখবে আর ওকে ?

তারপর পাগলের মতো হাসি হেসে বল্লেন—যাত্রাটাবদলে আসি মশাই, কি বলেন ?...হ্যা—হ্যা—

আমি বল্লুম—টিকিটবাবু কাল আপনাকে কিছু ফেরত দিয়েচেন ?

—না, আমিও চাইনি। তবে আজ সকালে একটা ফর্দ দেখাচ্ছিলেন, বলেন সব খরচ হয়ে গেছে। সে ফর্দ আমিদেখিও নি—যা উপকার করেচেন আপনারা, তার শোধ কিকখনো দিতে পারব ?...

ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।...

প্ল্যাটফর্মে বিনোদ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। আমায়একপাশে ডেকে মুখ ভার করে বল্লে—শুনেচেন টিকিটবাবুর আক্কেলটা ?সাড়ে সাত টাকা হাতে ছিল কালকের দরুন।কাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বল্‌লাম—ভাগ করো। তাআমাদের দিলে একটাকা করে—দু'জনকে দু'টাকা। নিজেনিলে সাড়ে পাঁচ টাকা। বলে ওদের দু'জনের ভাগ, ও আরওর ভাইপো। আচ্ছা, ভাইপো কি করেচে মশাই ? শুধুকাপড়ের পুঁটলিটা হাতে ঝুলিয়ে গিয়েচে বৈ তোনয় ?...আর আমাদের অত ছোট নজর নেই...হাজার হোক, কুলীন বামুনের ছেলে মশাই...না হয় পেটের দায়ে আজপাঁউরুটি ফিরিই করি...